নিবেদিতা

বিনয়কুমার সরকার

[প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বিনয়কুমার সরকারের মূল্যবান কথোপকথন সংকলন করে গড়ে উঠেছে 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' শীর্ষক গ্রন্থাবলি। সেখান থেকে ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে বিবিধ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তাঁর উত্তরগুলি চয়ন করে একটি প্রবন্ধের আকার দেওয়া হল। নির্বাচিত অংশের প্রশ্নকর্তা হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং পরিচ্ছেদের নাম 'ভগ্নী নিবেদিতার আবহাওয়া'। মূল গ্রন্থের ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত।]

নিবেদিতা আইরিশ মহিলা,—বিবেকানন্দ'র দীক্ষায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম খাঁটি সেবক। (স্বদেশী আন্দোলনের আগে ডন সোসাইটিতে দেখেছিলাম তাঁকে।) তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'জাতীয়তা'। মনে হয়েছিল বিদেশিনী হয়েও নিবেদিতা ষোল-আনা ভারতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি। এটা আমার পক্ষে সেই সময়ে একটা আবিষ্কার বিশেষ। নিবেদিতা প্রথম সাদা লোক যার কথায় ভারতীয় স্বাধীনতার অকপট বাণী শুনতে পেলাম। অধিকন্তু বুখ্‌নিগুলা বেশ জোরাল ও ঝাঁজাল। এই অভিজ্ঞতা যারপরনাই মূল্যবান্‌। মনে হয়েছিল তাঁকে ভগ্নী বলা যেতে পারে। অধিকন্তু তাঁকে দেখে মেমসাহেব মনে হয়নি। কেন না তাঁর চেহারায় বা চোখে বজ্জাতি ভাব ছিল না। মনে হয়েছিল যে, মেয়েটা একটা হৃদয়ওয়ালা সত্যিকার মানুষ। ঘটনাচক্রে রংটা তার সাদা।

দেখ্‌লাম, নিবেদিতা রমেশ দত্ত'র গুণগ্রাহী। তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির খবর দিলেন। রমেশ দত্তকে পয়লা নম্বরের স্বদেশ-সেবক তিনি বিবেচনা করতেন। অথচ রমেশ দত্ত উঁচু দরের সরকারি চাক্‌রে। মনে হল—নিবেদিতা লোকগুলাকে বাজিয়ে দেখ্‌তে জানেন। নিবেদিতা বল্‌লেন—যুবক ভারত স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্য তৈয়ের হচ্ছে মাত্র। এখনো দৌড় সুরু করেনি। মন্তব্যটা খুব পাকা মাথা থেকে বেরিয়েছে ভেবেছিলাম। অবশ্য তখনও কথাটা বেশ নিরেটভাবে ধর্‌তে পারিনি। আজ বল্‌ছি—সে কথাটার দাম লাখ টাকা।

(১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা) পরিষদের অধ্যাপক হিসাবে রাধাকুমুদ (মুখোপাধ্যায়) ঐতিহাসিক গবেষণা শুরু করেন। এই গবেষণার প্রধান মন্ত্রদাতা ছিলেন সতীশবাবু (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। অন্যান্য মন্ত্রদাতার ভিতর দেখতে পাই ব্রজেন শীলকে আর নিবেদিতাকে। নিবেদিতার ডাক জাতীয় শিক্ষার আদর্শমাফিক্‌ লেখাপড়ার লাইনে খুব বেশী পড়ত। নিবেদিতাকে আমরা ঘরের লোকই করে নিয়েছিলাম। আমাদের বিচারে তিনি ছিলেন 'সতীশ-মণ্ডলে'র অন্তর্গত।

(লেখাপড়ার কাজে নিবেদিতার ডাক পড়ার

কারণ,) নিবেদিতা তুখোড় মেয়ে। মগজ্‌টা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাব-নিষ্ঠা, রোমাণ্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার ছিল ভরপুর। সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র মারফৎ ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়। ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার মতন সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশ-সেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশ-ধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। 'দি ওয়েব অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ' (ভারতীয় জীবনের বুনন), 'স্‌টাডিজ্‌ ফ্রম অ্যান ঈস্টার্ণ হোম' (এক প্রাচ্য ভবন-বাসিন্দার অভিজ্ঞতা) ইত্যাদি বই এই সবের সাক্ষী। কোনো বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় নরনারীর জীবন-কথা এত গভীরভাবে বুঝ্‌তে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর এই বিশ্লেষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়্‌ত। এই সবের ভেতরকার ভারতীয় দরদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার বিশ্বাস (ভারতীয় সমাজে নিবেদিতার) প্রভাবের প্রধান কারণ স্বাদেশিকতা ও বিপ্লব-নিষ্ঠা। তিনি যুবক ভারতকে স্বদেশ-নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ কর্‌তে পেরেছিলেন। স্বদেশ-সেবকের কাজে যে-লোকটা কাঠখড় জোগাতে পারে না যুবক বাঙলা তাকে বড়-একটা পুছে না। দ্বিতীয় কারণ তাঁর গবেষণা-শক্তি, সংস্কৃতি-বিশ্লেষণের কায়দা, জীবন-সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি আর ইংরেজি রচনা-কৌশল। এই দুই কারণে বহুসংখ্যক যুবা নিবেদিতার কাছে প্রেরণা পেয়েছে। নিউইয়র্কের তারকনাথ দাশ 'জাপান ও এশিয়া' নামক তাঁর প্রথম বই (১৯২২) নিবেদিতার নামে উৎসর্গ করেছেন। প্রবীণদেরকেও নিবেদিতার গুণমুগ্ধ দেখেছি। স-পত্নীক বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর অতি-আত্মীয় ছিলেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আর ব্রজেন শীলও নিবেদিতার গুণগ্রাহী ছিলেন।

(নিউইয়র্কে থাকতে, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ নিবেদিতা সম্বন্ধে আমি একটা কবিতা লিখেছি :)

স্বাধীনতার পূজারিণী, আইরিশ বালা নিবেদিতা।
ভারত-পূজার উপলক্ষ্যে মানবসেবাই তোমার গীতা।
যৌবনের হিয়ায় তুমি পুষেছিলে আবেগ ভীষণ,
ঘর, জাতি, দেশ ভুলালো তোমায় মুহূর্তেরই মনোমিলন।
চামড়ায় বাঁধা মানব-প্রাণে চামড়া ছাড়াও তার বিকাশ,
হৃদয় দেখে না রঙের প্রভেদ, আত্মা ছিঁড়ে ভাষার পাশ।
শক্তিধর ঢুঁড়ে কর্মক্ষেত্র দুনিয়ার সব আকাশতলে
প্রাণের চাষ চায় প্রাণের বেপারী ধরার সকল জলে স্থলে।
দুর্বলতা আর দারিদ্র্য যেথায় বিরাজ করে ধরার উপর,
সেথায়ই ভাবুক বীরের ধর্ম সহজে গড়ে নিজের ঘর।
মুক্ত করেছ আত্মা তোমার ভালবাসার ক্ষমতায়,
নিজের মুক্তি ছড়ালে তুমি যুবক-ভারতের আবহাওয়ায়।
শ্যামল 'এরিণের' দুহিতা তুমি ঘুমালে হিমাদ্রি-কোলে,
ভারতের বাহিরে শিখুক মর্‌তে ভারত-সন্তান দলে-দলে।